ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JUL 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

073

ঢাকাঃ রোববার, ২৫ আষাঢ়, ১৩৯

বানিজ্য শিক্ষা কোন পথে?

আবদুল খালেক সিদ্দিকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(৮) শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পন্থা হিসেবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় অবিলম্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।

উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ চালু ছিলঃ

(ক) এক বছর মেয়াদী ডিপ-ইন-কম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। (খ) ছয় মাস মেয়াদী স্পেশালাইজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। (গ) বিদেশে ইডিএস শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। (ঘ) বার্ষিক সেমিনার (ঙ) বার্ষিক সামার সাইন্স কোর্স ইত্যাদি। বর্তমানে সকল প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে।

(৯) বাণিজ্যিক শিক্ষা, বিশেষ করে শর্টহ্যাণ্ড/সাটলিপি ও টাইপরাইটিং/মুদ্রাক্ষর লিখন কেন্দ্রে কমার্শিয়াল এডুকেশন প্রোগ্রামের বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও দক্ষ শিক্ষক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। তারা স্বাধীনতা অর্জনের গোড়ার দিক থেকেই বই ছাপানোর ও প্রকাশের সুযোগ সুবিধা দানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করছিলেন।

শিক্ষকগণের মধ্য হতে লেখক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা বলা থাকলেও এই প্রোগ্রামের শিক্ষকগণ এ সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়েছেন। ফলে দু'একজন অতি

ক
ব ষ্টে জায়গা-জমি বিক্রী করে বই ছাপিয়ে
জারজাতকরণের বেলায়ও কর্তৃপক্ষের
কানরূপ অনুকম্পা থেকে নিরাশ
য়েছেন। আবার, বেশ কয়েকজন শিক্ষক
ই ছাপাতে না পেরে টাইপ করে বা
টন্সিল কেটে ডুপ্লিকেটিং করে তা দিয়েই
ইয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

াণিজ্যিক শিক্ষাকে অবহেলিত রাখা এবং
ত্র শিক্ষকগণকে বঞ্চিত-নিপীড়িত
াখার ফলে দেশ ও জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত
চ্ছেঃ

১। দেশের মোট চাকরি ক্ষেত্রের সর্বাধিক
ংখ্যক পদের জন্য যোগ্য জনশক্তি
ৎপাদরে একমাত্র ক্ষেত্রটি দেশের
াহিদামাফিক জনশক্তি উৎপাদন করতে
ারছে না ফলে হয় যোগ্য প্রার্থীর অভাবে
দ খালি থাকছে নতুবা চাকরিতে অদক্ষ
নশক্তির বোঝা বাড়ানো হচ্ছে।

২। এই অদক্ষ জনশক্তি নিয়োগের পর
ত্যেক বিভাগে কোটি কোটি টাকা খরচ
রে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন
রা হচ্ছে।

৩। রপ্তানীযোগ্য দক্ষ জনশক্তি
ৎপাদনের অন্যতম এ বাণিজ্যিক শিক্ষায়
শিক্ষিত যুবক/যুবতী রপ্তানী খাতে
উৎপাদন কম বিধায়) দেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪। এদেশের শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৮০/৯০ ভাগ ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করে রোজগার করে খাওয়ার জন্য আর একমাত্র বাণিজ্যিক শিক্ষা ক্ষেত্রটি ছাড়া অন্য সকল পেশামুখী শিক্ষা ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে চরম বেকারত্ব দেখা দিয়েছে। কাজেই ব্যাপক হারে ছাত্র/ছাত্রী এ বাণিজ্যিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পেয়ে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ, সমাজ ও পরিবারের বোঝা হতে বাধ্য হচ্ছে।

৫। এ প্রোগ্রামের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৬। এ প্রোগ্রামে নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ চাকরির নিশ্চয়তা, পদোন্নতি, কর্মক্ষেত্রের সুস্থ পরিবেশ ইত্যাদি থেকে রয়েছেন বঞ্চিত।

দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বাণিজ্যিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে অবিলম্বে তদানুযায়ী এ শিক্ষাকে উন্নীত করার জন্য সরকার, গণপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের এগিয়ে আসা অত্যাবশ্যক।